প্রাক্তনীবার্তা

কৃষিবিজ্ঞান শিক্ষালয়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

Institute of Agricultural Science, Calcutta University

স্থাপিত - ২০১০

প্রাক্তনী সংসদের মুখপত্র

একাদশ বর্ষ, আগষ্ট ২০২৪

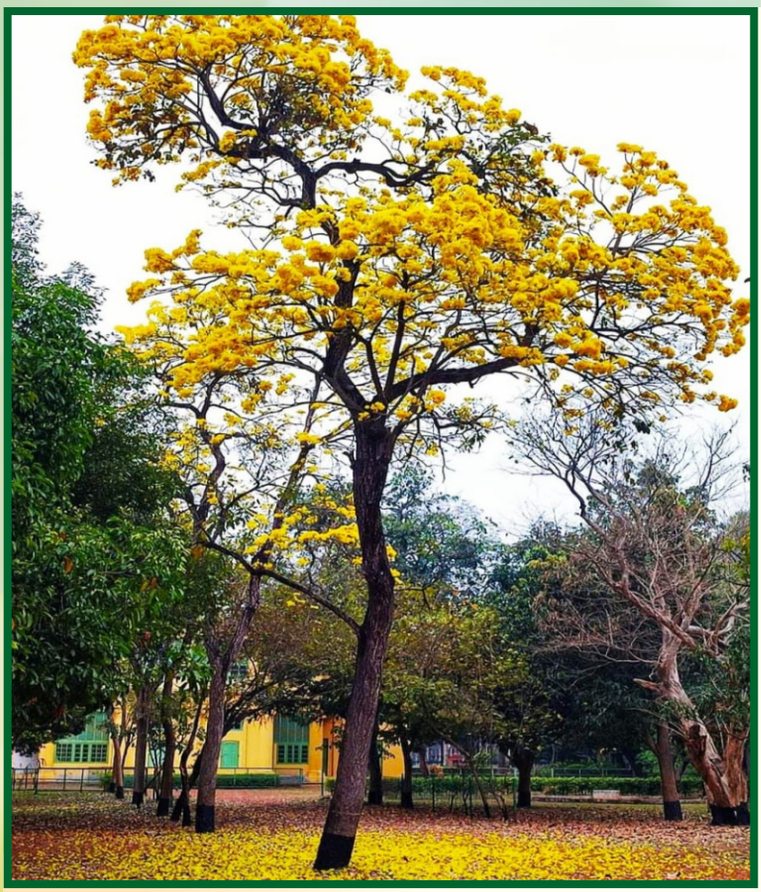

সম্পাদকীয়

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষিবিজ্ঞান শিক্ষালয়ের প্রাক্তনী সংসদ পঞ্চদশ বছরে পড়ল। গত বছর আগষ্টে সংসদের দশমবর্ষীয় মুখপত্রটি প্রকাশ হয়েছিল। মুখপত্রটিতে প্রকাশিত বিষয়সমূহ সংসদ সদস্য, ছাত্রছাত্রী, গবেষক গবেষিকা এবং শিক্ষক মহলে সমাদৃত হয়েছে। এই প্রেক্ষাপট প্রাক্তনী সংসদকে আগামী দিনের কার্য্যকলাপে আরও উদ্বুদ্ধ করবে। বিগত বছরগুলির মতো এবছরও সংসদে যোগ দিয়েছে আরও অনেক প্রাক্তনী। সেইসব প্রাক্তনীদের ব্যবহারিক জ্ঞানের আলোকে প্রাক্তনী সংসদ সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর হচ্ছে। প্রাক্তনীদের ব্যবহারিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার যথাযথ ব্যবহারিক প্রয়োগে কৃষি শিল্প, কৃষি অর্থনীতি—সামগ্রিক ভাবে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাকে আরও উন্নত করবে বলে আমাদের আশা। আগামী দিনে আরও অনেক প্রাক্তনী সংসদে সামিল হবে বলেই আমাদের আশা। প্রাক্তনী সংসদ যথাযথভাবে সক্রিয় রয়েছে।

একটা কথা বলা দরকার দেশের মোট উৎপাদনের (GDP-Gross Domestic Product)প্রায় ১৮ শতাংশ আসে কৃষিক্ষেত্র এবং অন্যান্য সম্পর্কিত পশুপালন, বনপালন এবং মাছ চাষ ব্যবস্থা থেকে। দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে এইসব ব্যবস্থা সমূহের গুরুত্ব তাই সহজেই অনুমেয়। তবে এটাও মানতে হবে যে গত তিরিশ বছরে শিল্প ও পরিষেবা ক্ষেত্রে বৃদ্ধির দ্রুততার কারণে দেশীয় অর্থনীতিতে কৃষি ও অন্যান্য সম্পর্কিত ক্ষেত্রের ভূমিকা অনেকটাই হ্রাস পেয়েছে। আবার এক নমুনা সমীক্ষায় দেখা গেছে, কৃষিতে রোজগারও কমেছে। সমীক্ষা মতে কৃষিতে যুক্ত চোদ্দো কোটি পরিবারের প্রায় ৮৭ শতাংশের কৃষি থেকে রোজগার দশ হাজার টাকারও কম। এটা ভাবনার বিষয়। সদ্য প্রয়াত কৃষিবিজ্ঞানী ডঃ এম. এস. স্বামীনাথন এর ভাবনায় এই বিষয়টি অনেক সময় গুরুত্ব পেয়েছে।

ডঃ স্বামীনাথনের নেতৃত্বে গঠিত হয়েছিল National Commission on Farmers (NCF)। সেই কমিশন কৃষিপণ্যের জন্য ন্যূনতম সমর্থন মূল্য (Minimum Supports Price—MSP) নির্ধারণের পরামর্শ দেয়। সেই পরামর্শ অনুযায়ী ন্যূনতম সহায়ক মূল্য নির্ধারণের পদ্ধতি হলো—MSP = C_2 + 50%। C_2 হলো শস্য উৎপাদনের সামগ্রিক ব্যয়—শুধু চাষের খরচই নয়, তার মধ্যে থাকবে জমিজমা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সব খরচ, চাষে নিয়োজিত যন্ত্রপাতি এবং আনুষঙ্গিক সব খরচ। এই সব খরচ ধরে নিয়ে মোট খরচের উপর শতকরা ৫০ ভাগ লাভ রেখে ন্যূনতম সহায়ক মূল্য নির্ধারিত হবে।

শুধু ন্যূনতম সহায়ক মূল্য নির্ধারণ করলেই হবে না—সুনিশ্চিত করতে হবে তার প্রাপ্তিও। সাড়া দেশের কৃষকরা চাইছে আইন করে তেইশটি ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হোক। এবং কৃষির বাজারে সরকারী নিয়ন্ত্রণ আরও বাড়ুক।

স্মরণে স্বামীনাথন

সবুজ বিপ্লবের কাণ্ডারী মন্‌কস্‌বু শম্বাশিভন স্বামীনাথন - অনুরাগী মহলে যিনি ডঃ এম. এস. স্বামীনাথন নামে সর্বাধিক পরিচিত—তিনি গত ২৮ শে সেপ্টেম্বর ২০২৩ এ ৯৮ বছর বয়সে চেন্নাইতে প্রয়াত হয়েছেন। ৭ই আগষ্ট ১৯২৫ এ ব্রিটিশ আমলে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির তান্‌জোর জেলার কুম্বাকোনাম্ গ্রামে তাঁর জন্ম। তান্‌জোর বর্তমানে তামিলনাড়ুর তাঞ্জাবোর। বাবা এম্ কে শম্বাশিভন ছিলেন একজন ডাক্তার। মা পার্বতী থাংগামাল ছিলেন একজন গৃহবধু—তিনি আবার পারিবারিক চাষবাসের তদারকিতেও নিযুক্ত থাকতেন। বাল্যকাল থেকেই স্বামীনাথনের যোগাযোগ চাষবাস ও কৃষকদের সঙ্গে। গোটা পরিবারই ধান, আম, নারকেল চাষে নিযুক্ত ছিল। পরে কফি চাষও শুরু করে স্বামীনাথন পরিবার। শস্যের দামের হেরফের, ফলনে আবহাওয়ার প্রভাব এবং শস্যেব উপর পোকামাকড়ের আক্রমণ কীভাবে তাঁর পারিবারিক আয়ের উপর প্রভাব ফেলে সেটা স্বামীনাথন বাল্যকাল থেকেই লক্ষ্য করেছিলেন। কৃষিতে অনুরাগী হলেও বাবা মা চেয়েছিলেন—তাঁদের ছেলে ডাক্তার হোক। সেই উদ্দেশ্য নিয়ে শুরুও করেছিলেন। কুম্বাকোনামের Catholic Little Flower High School থেকে Matriculation করে কেরালা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে Zoology-তে অনার্স নিয়ে B.Sc.ও করেছিলেন।

তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সারাদেশ জুড়ে খাদ্যের তীব্র অভাব, ১৯৪৩-এ বাংলার সেই দুর্ভিক্ষ-যাতে প্রায় ২৫ লক্ষ লোক মারা গিয়েছিল - সেটা লক্ষ্য করে কৃষিক্ষেত্রেই নিজেকে নিয়োগ করতে চান স্বামীনাথন। সেইদিকে লক্ষ্য রেখেই কোয়েম্বাতুরের এগ্রিকালচারাল কলেজ—যা বর্তমানে তামিলনাড়ু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়- থেকে কৃষিবিজ্ঞানে স্নাতক হন স্বামীনাথন ১৯৪৪ সালে। তারপর ১৯৪৯ এ নয়াদিল্লির IARI (Indian Agricultural Research Institute) থেকে Cytogenetics এ স্নাতকোত্তর হ'ন। সেই থেকেই কৃষিবিজ্ঞানের পথেই তাঁর পথচলা শুরু। কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫২ সালে Ph.D. করেন। সেখানে মীনা স্বামীনাথনের সঙ্গে পরিচয়। পরে তাঁরা বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন। তাঁদের তিন কন্যা—সৌম্যা স্বামীনাথন (শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার), মধুরা স্বামীনাথন (অর্থনীতিবিদ্) এবং নিত্যা স্বামীনাথন (লিঙ্গ এবং গ্রামীণ বিকাশ বিশেষজ্ঞ)।

১৯৫৪ সালে উইস্‌কন্ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে Post Doctoral Research করে দেশে ফিরে স্বামীনাথন কটকের Central Rice Research Institute (CRRI) এ যোগ দেন। ১৯৬৬ সালে Indian Agricultural Research Institute (IARI), New Delhi-র Director হন। ১৯৭২ সাল পর্যন্ত ছিলেন সেই পদে। Indian Council of Agricultural Research (ICAR) এর Director General এর দায়িত্বও সামলেছেন। ১৯৭৯ সালে ভারত সরকার তাঁকে কৃষিমন্ত্রকের Principal Secretary হিসাবে নিয়োগ করে -যা একটি বিরলতম ঘটনা। ১৯৮২ সালে তাঁকে নীতি আয়োগের সদস্যও করা হয়। এরপর প্রথম ভারতীয় হিসাবে Philipines এর International Rice Research Institute (IRRI) এর Director General পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৯৮৭ সালে প্রথম World Food Prize দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করা হয়। পুরস্কারের অর্থ দিয়ে গঠন করেন M. S. Swaminathan Research Foundation. ২০০৭ সালে রাজ্যসভার সদস্য মনোনীত হন। সম্মানিত হ'ন পদ্মশ্রী (১৯৬৭), র‍্যামন ম্যাগসেসে পুরস্কারে (১৯৭১), পদ্মভূষণ (১৯৭২) এবং পদ্মবিভূষণে (১৯৮৯), এ্যালবার্ট আইনস্টাইন World Science পুরস্কার পান ১৯৮৬ সালে। ২০২৪ সালে মরণোত্তর ভারতরত্ন সম্মানে স্বামীনাথনকে সম্মানিত করা হয়।

ব্রিটিশ শাসনে ভারতবর্ষ খাদ্যের রপ্তানীকারক দেশ থেকে ১৯১৯ সালে খাদ্য আমদানীকারক দেশে পরিণত হয়েছিল। ১৯৪৩ সালে বাংলার দুর্ভিক্ষ, সারা দেশ জুড়ে তীব্র খাদ্যাভাব কারণে ১৯৪৩-৪৪ Grow More Food Campaign শুরু হলেও তা বাস্তবতা লাভ করে স্বাধীনতার পরে ১৯৪৭-৪৮ এ । তা সত্ত্বেও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৫৩-৬২) কৃষি ব্যবস্থা ততটা গুরুত্ব পায়নি। ১৯৬৪-৬৫, ১৯৬৫-৬৬ তে তীব্র খরা, দুর্ভিক্ষসম পরিস্থিতি লোক সংখ্যার বিপুল বৃদ্ধির কারণে ভারতকে PL480 স্কিমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে খাদ্য আমদানীর উপর নির্ভরশীল হ'তে হয়। দেশ এমন একটা জায়গায় পৌঁছেছিল, যখন দেশে মোট খাদ্যশস্য মাত্র দু'সপ্তাহের জন্য মজুত থাকতো! কবে জাহাজ ক'রে PL480-র গম পৌঁছবে তারই অপেক্ষায় থাকতো দেশবাসী। ভিক্ষাপাত্র হাতেই অপেক্ষা করতে হত। এই পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য ভারত সরকার Food Foundation এর কাছে পরামর্শ চায়। যোগাযোগ ঘটানো হয় Norman Ernest Borlaug এর সঙ্গে। লোকহিত কামী কৃষিবিজ্ঞানী Borlaug 1970 সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়েছিলেন। তাঁকে সারা বিশ্বে সবুজ বিপ্লবের (Green Revolution) জনক বলা হয়। ১৯৬২ সাল থেকে ভারতে শুরু হয়েছিল বোরলগ্-স্বামীনাথনের যৌথ উদ্যোগ। Borlaug উদ্ভাবিত Mexican Dwarf Wheat নিয়ে গবেষণা শুরু হয় ভারতবর্ষে, সঙ্গে চলে বিকাশ কার্য্যক্রম। উচ্চ ফলনের জন্য বোরলগ্ কল্পনা প্রসূত ধারা অনুযায়ী উচ্চফলনশীল গম, ধান ও আলুর জাতের উপস্থাপনা এবং সেগুলোর দেশের জলবায়ু ও পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো এবং সেইসব জাতের আরও উন্নতিকরণে স্বামীনাথন অগ্রগণ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। এর ফলেই বিগত শতাব্দীর ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকে ভারতীয় কৃষিতে পরিবর্তনের জোয়ার

শুরু। শুরু হয় দেশ জুড়ে সবুজ বিপ্লব। স্বামীনাথন সেই বিপ্লবের কান্ডারী! সেই সবুজবিপ্লবের ধারাবাহিক অগ্রগতি চলছে সারা দেশে। খাদ্যের অপ্রতুলতা অবস্থা থেকে খাদ্যে উদ্বৃত্ত দেশে পরিণত হয়েছে ভারতবর্ষ। একজন উদ্ভিদ প্রজননবিদ্ স্বামীনাথন ধানের গবেষণায় আমূল পরিবর্তন এনেছেন এবং সাথে সাথে নূতন ধান ও গমের জাত, Pusa-2-21, IR-8 এবং সোনালিকা Mexican Wheat চাষের প্রবর্তন করেছেন যাতে সবুজ বিপ্লব শুরু হয়েছে। শুধু গবেষণার ধারায় আমূল পরিবর্তন নয়, গবেষণার ফল যাতে কৃষকের কাছে সহজেই পৌঁছয়, সেই দিকে লক্ষ্য করেই এবং স্থানীয় ভাবে তা চাষে উপযোগী করার জন্য সারা দেশ জুড়ে কৃষি সম্প্রসারণে গড়ে তুলেছিলেন কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র, যাতে কৃষি গবেষণা এবং কৃষি সম্প্রসারণের মধ্যে যথাযথ যোগসূত্র গড়ে ওঠে।

একজন মানবপ্রেমী হিসাবে তাঁর লক্ষ্য ছিল মানুষের খাদ্য নিশ্চিত করা ও পুষ্টিসাধন। একজন বিজ্ঞানী হিসাবে তাঁর লক্ষ্য ছিল, খাদ্যের পুষ্টির বহুমানতা এবং সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই তাঁর আহ্বান ছিল বিপ্লব হোক ''সবুজ'' থেকে ''চিরসবুজ''। বোধহয়, ডঃ এম এস স্বামীনাথনের স্মৃতি স্মরণে রাখতে ১৯৯৯ সালে প্রকাশিত তাঁর একটি বইয়ের উল্লিখিত বাণী উল্লেখ করা যায়, "I predict a century of Hope, Harmony with Nature and Freedom from Hunger."

শোক সংবাদ

গত বছর আমাদের এক প্রাক্তনী সুভাষচন্দ্র বক্সী আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। পরলোকগত সুভাষের আত্মার শান্তি কামনা করি। জানাই শোকসন্তপ্ত পরিবারকে আন্তরিক সমবেদনা।

Toppers and Cash awards

We used to provide a cash award along with an appreciation certificate to the toppers in the M.Sc. (Ag) examination in each year in each of the six Departments of IAS (CU). We provided such award and certificate in the Twelfth Annual General Meeting held on 8th August 2023. Now, the 13th Annual General Meeting is being held on 7th August 2024. Like the previous year, we will award the toppers of 2023 as indicated below :

Department	Name	Year	Contact Number
Agricultural Chemistry & Soil Science	Debabrata Sain	2023	8617057430
Agronomy	Anjan Patra	2023	8250239618
Genetics & Plant Breeding	Md. Imtiyaz	2023	7044698199
Horticulture	Anwesa Sarkar	2023	7586012891
Plant Physiology	Mainak Chakraborty	2023	8910994684
Seed Science & Technology	Baishali Bhowmick	2023	9064610818

A cash award of Rs. 1,000.00 (one thousand only) will be given to each of the toppers as mentioned above of the six Departments of the IAS (CU) this year (passed out 2023).

Tea - A Global Health Drink

-Biplab Ghosh

Tea is the most widely consumed non-alcoholic beverage next to water in the world.

Tea cultivation in India dates as far back to the early 19th century when Singpo tribals of Assam grew and drank tea. Tea is made from the young shoots, consisting of 2 or 3 leaves and the unopened terminal barks, of the tea plant *Camellia sinensis*– a plant species. The use of an infusion of dried tea leaves as a beverage has its origin in mythology and antiquity. The first authentic work on tea was written by Lu-Yu, who lived about AD 780 in China.

Tea as a beverage is credited with several health benefits, corroborated by recent scientific research both in India and abroad. With a heavy tradition and history, tea's fascinating saga is poised to enter a new phase as it evolves into a medicinal health drink of the new Millennium.

Out of different grades in tea, mostly Black Tea is widely consumed followed by Green Tea, where in the leaf, out of 20 polyphenols two major oxidases are **"Theaflavins"** & **"Thearubigins"** – responsible for major quality attributes in a cup of tea.

Today wide spread use of non-steroidal anti inflammatory drugs have alarmingly increased for prevention of malignancies, stroke, preclampcia, Alzheimer's diseases and many other illness causing side effects – delaying healing.

It is found that tea is rich in flavonoides – a polyphenolic compound. Catechins are one of the major compounds and are a prominent tool against cardiovascular diseases and metabolic syndrome. Clinical and observational data in tea intake are found to have beneficial role in preventing the onset of ischemic stroke in human. Black tea consumption may give rise to better control of fasting hyperglycemia and health in the level of HDL (protective cholesterol).

Many scientists had done the research work on healthfulness of tea specially Black Tea and Green Tea across the Globe. In our country now many tea manufacturers have made available various flavoured tea. One such kind is Mint Tea – a flavouring agent enhancing the antioxidant potential of tea.

In Tata Memorial Centre – C.R.I, investigations are going on evaluation and chemopreventive efficacy of black tea polyphenols and mechanism of other anti-promoting effects. The findings of Indian Institute of Chemical Biology clearly indicate that both **Theaflavins** and **Thearubigins** extracted from Black Tea have significant anti-mutagenic and anticancer activities. The polyphenols in near future can be used as chemo-preventive agents.

Another notable work by the scientists, doctors of Chittaranjan National Cancer Institute to study the effect of major tea polyphenols in black tea in inhibiting the major compounds in breast cancer cells. Research is also going on chemoprevention of Black Tea and its role in Tobacco associated oxygen species generation of four major age groups: (1)<20, (2) 25-40, (3) 45-60, (4)>65.

Indian Institute of Toxicology (CSIR) Lucknow have done the evaluation of cancer-chempreventive properties and anticancer properties of Black Tea – showing no toxicity, virtually no side effects – and this could help avoid/delay the cancer incidence as well as reducing the total cancer burden. Drinking black tea also can prevent the clastogenic effect of sodium arsenite and heavy metal toxicity.

It is interesting to note that commonly we add milk in our cup of tea. But do you know that addition of milk in a brew negated the beneficial effect of tea because the protein in the milk i.e.caseins interacts with tea and decrease the bioavailability of catechin.

So, sipping black tea shall help many of us in natural ways to achieve mental tranquillity and good sleep to get relief from harmful stress and chronic diseases.

"CHAI PIYO,
MAST JIYO"

আবেদন

Alumni Association এর Life Membership নেওয়ার জন্য সমস্ত প্রাক্তনীদের অনুরোধ জানাই।
—Dr. Narayan Chandra Basu, President, AAIAS

Membership and for other issues please contact:

Prof. A. K. Mandal, General Secretary, Alumni Association of the Institute of Agricultural Science, Department of Seed Science and Technology, 51/2 Hazra Road, Kolkata - 700 019
E-mail : iascualumni@gmail.com; akmcu2002@gmail.com

অন্য প্রসঙ্গ

ভারতবর্ষের ফসল তোলার উৎসব
(Harvest Festivals of India)

চাষ তো হ'ল! এখন ফসল উঠবে যে। উৎসবে মাতবে গ্রামগঞ্জ থেকে শহর-সারা দেশ। সম্পদে ভ'রে উঠবে গৃহ। এখন তো উৎসবেরই সময়। ফসল তোলার উৎসব-বিশেষ করে প্রধান ফসল। উদ্‌যাপিত হয় বছরের বিভিন্ন সময়ে, আবহাওয়ার তারতম্য অনুসারে সারা বিশ্ব জুড়েই অঞ্চলভিত্তিক এলাকা জুড়ে প্রধান ফসল কাটার মরসুমে। এই উৎসব বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন আঙ্গিকে পালিত হয়। তবে সর্বত্রই ঈশ্বর বন্দনা থেকে, উচ্ছ্বসিত আনন্দোৎসব, নূতন ফসলে ভোজ এবং তা পরিপূর্ণ উপভোগের মধ্য দিয়ে এইসব উৎসব বা পর্ব পালন করা হয়। প্রাচীনতম ফসল কাটার উৎসব ''লাম্মাস'' (Lammas) শুরু হয়েছিল। ১লা আগস্ট মধ্যযুগে (খ্রীষ্টাব্দ ৬০০-১৫০০)। 'লাম্মাস' একটি ল্যাটিন শব্দ, যার অর্থ ''লোফ মাস'' (Loaf mass), যা কিনা বোঝায় গোটা পাউরুটি। কৃষকেরা নূতন কাটা গম থেকে তৈরী পাউরুটি ভক্তিভরে স্থানীয় গির্জ্জায় প্রদান করে বিপুল ফসল তোলার সুযোগে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাত—প্রার্থনা করত সুখ ও সম্পদের। এটি ছিল মূলতঃ একটি ধর্ম্মগত বা শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান - যার পরিচিতি ছিল Durham Ritual নামে। এরপর থেকেই সারা বিশ্বজুড়ে ফসল তোলার উৎসব শুরু হয়েছিল বছরের বিভিন্ন সময়ে প্রধান ফসল কাটার মরসুমে।

ভারতবর্ষ তো উৎসবেরই দেশ—আনন্দ মুখরিত স্পন্দিত দেশ! পৌরাণিক কাহিনী সংক্রান্ত বিভিন্ন ঘটনাবলীর স্বাভাবিক ধারা বা পরম্পরা অনুযায়ী আমাদের দেশ সর্বদাই উৎসব মুখরিত। বারো মাসে তেরো পার্বণ। তার মধ্যে অন্যতম ফসল তোলার উৎসবও। সারা দেশ জুড়ে বিভিন্ন এলাকায়, বছরের বিভিন্ন সময়ে, প্রধান ফসল কাটার মরসুমে বিভিন্ন আঙ্গিকে পালিত হয় এই উৎসব। ২৮টি রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন এলাকায় আবহাওয়ার তারতম্য অনুসারে প্রধান ফসল কাটার মরসুমে পালিত হয় ফসল তোলার উৎসব। নাম এবং স্থানের পার্থক্য থাকলেও-বিহু, পোঙ্গল, মকর সংক্রান্তি, লোহরী, নবান্ন উৎসবের অর্থ একই—বিপুল ফসল প্রদানের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানানো। সম্পদে সমৃদ্ধ হওয়ার প্রার্থনা। ভারতবর্ষের কয়েকটি জনপ্রিয় ফসল তোলার উৎসবের কথা এখানে বলা হ'ল।

মকর-সংক্রান্তি ঃ ভারতবর্ষের প্রাচীনতম এবং সব চাইতে রঙিন ও আনন্দময় ফসল তোলার উৎসব এটি। উদ্‌যাপিত হয় সারা দেশ জুড়ে। বিশেষ করে গুজরাট, কেরালা, তামিলনাড়ু, হিমাচল প্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ এবং পাঞ্জাবে। নূতন ফসল কাটার উৎসব উদ্‌যাপিত হয় উন্মুক্ত স্থানে, বহু উৎসব, আমোদ প্রমোদ, সঙ্গীত নৃত্য, ঘুড়ি উড়িয়ে এবং শোভাযাত্রা মাধ্যমে। সূর্য্য যখন মকররাশিতে প্রবেশ করে তখন এই উৎসব পালিত হয়।

ওনাম ঃ এই ঐতিহাসিক উৎসব পালিত হয় কেরালায়। মহাবলীর আগমনে দশ দিন ধরে চলে এই উৎসব। গৃহের প্রবেশদ্বার রঙ্গোলী পুষ্পে সজ্জিত হয়। সবাই ঐতিহ্যগত পোষাকে সাজে। মালোয়ালি খাদ্য রসম, পায়সম, বাদামী চালের অন্ন সবুজ পাতায় পরিবেশিত হয় অতিথিদের। সঙ্গে চলে ঐতিহ্যগত সঙ্গীত ও নৃত্য।

বৈশালি ঃ প্রচুর ফলনের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাতে বৈশালি উৎসব পালিত হয় পাঞ্জাব এবং হরিয়ানায়। উজ্জ্বল পোষাকে ঢোল বাজিয়ে নৃত্যে সামিল হয় মানুষ।

লোহরি ঃ পাঞ্জাব, হরিয়ানায় শীত মরসুম শেষে গম কাটার সময় অতিপরিচিত লোহরি উৎসব পালিত হয়। নৃত্য, সঙ্গীত এই উৎসবের অঙ্গ।

বিহু ঃ প্রতি বছর এপ্রিল মাসে সারা আসাম জুড়ে গভীর উদ্দীপনা ও উল্লাসে পালিত হয় বোহাগ বিহু। এটি আবার আগামী নূতন বছরের সূচনাও বটে। আসামে আরও একটি ফসল তোলার উৎসব মাঘি বিহু—যা মাঘ মাসে পালিত হয়। ''উরুকা'' এক উচ্ছ্বসিত গ্রামীণ ভোজ, নৃত্য ও গীত এই উৎসবের অঙ্গ।

পোঙ্গল ঃ তামিলনাড়ুর বিভিন্ন অঞ্চলে পালিত হয় পোঙ্গল যা মকর সংক্রান্তির আরেক নাম। তামিল ভাষায় পোঙ্গল কথাটির অর্থ 'উপচে পড়া' বা তাপে ''ফুটিতে ফুটিতে উথ্‌লাইয়া পড়া''—যা ফসলের প্রাচুর্য্যের দিকেই ইঙ্গিত করে।

নবান্ন ঃ পশ্চিমবঙ্গে অগ্রহায়ণ মাসে নবান্ন উৎসব পালিত হয়। নূতন কাটা ধান থেকে চাল করে মা লক্ষ্মীকে অর্পণ করা হয়। ধন্যবাদ জানানো হয় প্রচুর ফলনের জন্য। অনুষ্ঠিত হয় নবান্ন মেলা। সদ্য কাটা ধান থেকে চাল বার করে তা দিয়ে পায়েস, ক্ষীর বানিয়ে মা লক্ষ্মীকে পুজো দিয়ে সবাই ভোজে মাতে।

গুড়ি পারোয়া ঃ রবি মরসুমে মহারাষ্ট্রে পালিত হয় ''গুড়ি পারোয়া'' মহান উৎসব। কর্ণাটক এবং অন্ধ্রপ্রদেশে এই উৎসব পালিত হয় ''উগাড়ি'' নামে। এই সময় আম এবং অন্যান্য ফল আহরণ করা হয়।

—ডঃ নারায়ণ চন্দ্র বসু

প্রাক্তনীবার্তা সম্পাদক মন্ডলী

ডঃ নারায়ণ চন্দ্র বসু, অধ্যাপক অলক কুমার মণ্ডল, অধ্যাপক অজিত কুমার দলুই, ডঃ ধূর্জটি চৌধুরী, ডঃ অহনা চক্রবর্তী এবং শ্রী নীহার নারায়ণ সিনহা।

BOOK POST

PRINTED MATERIALS

If undelivered please return to:-
General Secretary,
Alumni Association of the Institute of Agricultural Science,
University of Calcutta, 51/2, Hazra Road, Kolkata-700 019.
E-mail : *iascualumni@gmail.com*
Website: www.caluniv.ac.in / academic / agriculture.htm or www.agriculture-caluniv.in

Published by Prof. Alak Kumar Mandal, General Secretary, Alumni Association of the Institute of Agricultural Science, C.U.

Printed at M.A.P., Kolkata, Ph. +91 9831973534